কোটচাঁদপুরে দুই শ্রমিকের মৃ*ত্যু

পৃথক দুইটি ঘটনায় কোটচাঁদপুরে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে আতিয়ার রহমান(৪৫) মারা গেছেন গাছ চাপা পড়ে। আর মজনুর রহমান(৫৫) মারা গেছেন সিমেন্টের বস্ত্রা চাপা পড়ে। আজ শুক্রবার এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের রথখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারের গাছ কাটা কাজ করছিলেন,আতিয়ার রহমান সহ কয়েক জন শ্রমিক। তারা কয়েকদিন ধরে ওই বিদ্যালয়ের গাছ কাটার কাজ করছিলেন। আজ শুক্রবার তারা একটি মেহগনি গাছ কাটার সময় ঘটে এ ঘটনা।

বিষয়টি নিয়ে সহকর্মী রতন মন্ডল বলেন,কয়েকদিন যাবৎ এক ঠিকাদারের টেন্ডারে পাওয়া গাছ কাট ছিলাম, মেহগনি গাছটি কাটার শেষের দিকে কিছু বুঝে উঠার আগেই ভেঙ্গে তাঁর কোমরের উপর পড়ে। এ সময় উদ্ধার করে তাঁকে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নেয়া হয়।

চিকিৎসক তাকে দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে তাকে স্বজনরা যশোর নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই মারা যায় আতিয়ার রহমান। সে কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেক মন্ডলের ছেলে। পারিবারিক জীবনে তিনি ৫ ছেলে মেয়ের জনক।

অন্যদিকে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুরের কবর স্থান পাড়ার মজনুর রহমান মারা গেছেন সিমেন্টের বস্ত্রা চাপা পড়ে। তিনি ওই গ্রামের মৃত ইনসুর আলী বিশ্বাসের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে তাঁর সহকর্মী বলুহর গ্রামের আশাদুল ইসলাম বলেন,বহিরগাছি গ্রামের পুটকে মন্ডলেন বাড়িতে নির্মানধীন ভবনের কাজ করছিলেন। এ সময় মজনুর রহমান একটি সিমেন্টের বস্ত্রা মাথায় করে ছাদে উঠছিলেন। হঠাৎ করে সে পা সিলিপ করে নিচে পড়ে যান। এ সময় স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আশরাফুল

ইসলাম বলেন,দূর্ঘটনায় আহত হয়ে দুই জন কোটচাঁদপুর হাসপাতালে আসেন। এদের মধ্যে মজনুর রহমানকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। আর আতিয়ার রহমানকে আহত অবস্থায় পেয়েছিলাম। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার বলেন, দুইটি ঘটনায় মৌখিক ভাবে জেনেছি। এখনও পর্যন্ত কোন পক্ষের কেউ কোন জিডি বা অভিযোগ করেনি।

ঝিনাইদহ পাট ক্ষেত থেকে বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পাট ক্ষেত থেকে তারাপদ বিশ্বাস (৮৭) নামের এক বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জামাল ইউনিয়নের বাসুদেবপুর গ্রামের মাঠ থেকে তার এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ চিহ্নত করে পুলিশ বলেছে এই লাশ মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার শ্রীফল তলা গ্রামের কার্তিক বিশ্বাসের ছেলে তারাপদ বিশ্বাসের।

স্থানীয়রা জানায়, ওই মাঠের একটি পাটক্ষেতে অর্ধগলিত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নাড়িকেলবাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মেহেদি হাসান বলেন, মরদেহটি কালীগঞ্জ উপজেলার বাসুদেবপু মৌজার মধ্যে পাওয়া গেছে। ওই বৃদ্ধ গত শুক্রবার তার বাড়ি থেকে বের হয়েছিলো শিকারপুর গ্রামে নামযজ্ঞ শোনার জন্য। বাসুদেবপুর গ্রামের তার এক আত্মীয় রয়েছে। ধারনা করা হয়েছে, নামযজ্ঞ শেষে মাঠের মধ্য দিয়ে তার আত্মীয় বাড়িতে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়েছে।

এমপি আনার হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে কালীগঞ্জে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আনোয়ারুল আজিম আনার হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কালীগঞ্জ শহরে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্দোগে এ মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, নিহত এমপি আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন, বাজার ব্যবসায়ী সমিুতির সভাপতি আসাদুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক এমদাদুল হক ইন্তা, সাংগঠনিক সম্পাদক জহুরুল ইসলাম বিপ্লবসহ স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া মানববন্ধনে বাংলাদেশ ক্যামিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সদস্যরা অংশ নেন। মানববন্ধনে উপস্থিত ব্যবসায়ী নেতারা এমপি আনার হত্যাকারীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শস্তির দাবি জানান।

প্রসঙ্গত, গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য দর্শনার গেদে বন্দর পার হয়ে ভারতের পশ্চিবঙ্গে যান এমপি আনোয়ারুল আজিম আনার। ১৩ মে থেকে নিখোঁজ হন এমপি। ২২ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধাননগরের নিউটাউন এলাকায় সঞ্জিভা গার্ডেনে খুন হয়েছে বলে সংবাদ আসে। পরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন। আনার ভারতীয় সীমান্ত এলাকা ঝিনাইদহ-৪ আসনের টানা তিনবারের সংসদ সদস্য (এমপি) ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন কর আরোপ ছাড়াই ১ কোটি ৪ লাখ ১ হাজার ৯’শ ৩৬ টাকার উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ পারভেজ মাসুদ লিলটন এ বাজেট ঘোষণা করেন।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে ইউপি সচিব প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাস, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, নারী ইউপি সদস্য রেশমা খাতুন, নাসিমা খাতুন, মৌসুমী মন্ডল, ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম দুলু, ফিরোজ আলী, রুহুল আমিন, আবুজার মোল্লা, আশরাফুল ইসলাম, কটন বিশ্বাস, অশোক কুমার বিশ্বাস, উত্তম বিশ্বাস, প্রতাপ বিশ্বাস, হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর রেক্রোনা খাতুন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের কালীচরণপুর ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন কর আরোপ ছাড়াই ৯৬ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৪ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৯ মে) দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে এক বাজেট সভায় এ

বাজেট ঘোষণা করেন।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেণ ইউপি সচিব মোঃ আমিনুর রহমান।

এসময় ১৫ নং কালীচরণপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোদাচ্ছের হোসেন, ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সংরক্ষিত ইউপি সদস্য রেশমা খাতুন, ইউপি সদস্য শরিফ উদ্দীন, শামছুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ, সাইফুল ইসলাম সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় লাঠির আঘাতে কিশোরের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে যুবকের বাশের লাঠির আঘাতে কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার(২৮মে) দুপুরে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কুমার নদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসিফ (১১) ওই গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে ওই গ্রামের কিশোর আসিফ হোসেন কুমার নদে বরশি দিয়ে মাছ ধরছিল । সেসময় একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে সনি পানি ঘোলা করলে দুজনের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। একপর্যায়ে সনি বাশ দিয়ে আসিফকে আঘাত করে। বাশের মাথার সুচালো অংশ আসিফের ঘাড়ে ঢুকে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে সনি।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

ঝিনাইদহে এইচআইভি প্রতিরোধ জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা

ঝিনাইদহে সুইয়ের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী এবং তাদের যৌনসঙ্গীদের জন্য সমন্বিত এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম বিষয়ে জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ নামের একটি উন্নয়ন সংস্থা।

সভায় সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: সৈয়দ রেজাউল ইসলাম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার, সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: গুলশান আরা, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা আনোরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন মুক্ত আকাশ বাংলাদেশের এম এন্ড অফিসার সেলিমুজ্জামান। পরিচালনা করেন মুক্ত আকাশ বাংলাদেশের ঝিনাইদহের ম্যানেজার সুকেশ চন্দ্র মন্ডল। সভায় মাদকদ্রব্যের কুফল তুলে ধরে এইচআইভি এইডস রোধে সকলকে সচেতন করার আহ্বান জানান। সেই সাথে এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীদের মানবিক অধিকারে কাজ করার পরামর্শ দেন।

ঝিনাইদহে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত

‘হাসপাতালে সন্তান প্রসব করান, মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত

হয়েছে।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

এতে সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: সৈয়দ রেজাউল ইসলাম, গাইনী বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা: মোঃ আলাউদ্দিন, জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা: আব্দুল্লাহেল কাফী, ডা: মার্ফিয়া খাতুন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: গুলশান আরা লিমাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, মা ও শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে হাসপাতালে সন্তান প্রসাবের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশে নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য সুসংগঠিত ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি দেশের ৪৯২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাতৃসেবা চালু করতে পারলে বেশির ভাগ মাকেই নিরাপত্তা জালের মধ্যে আনা সম্ভব।

ঝিনাইদহে ধর্ষণ মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানের যাবজ্জীবন

ধর্ষণ মামলায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে ঝিনাইদহের আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচার মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় দেন। মামলায় আরেক আসামি নজরুল ইসলামের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের খন্দকার আমিরুজ্জামানের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানাগেছে, ২০২২ সালের ১৫ এপ্রিল বিচারের

জন্য ভুক্তভোগী নারী চেয়ারম্যান ফরিদের কাছে গেলে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী ১৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর থানায় বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও তার গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নেন চেয়ারম্যান ফরিদ। পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টে ফরিদের সম্পৃক্তা ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিচারক প্রক্রিয়া শেষে আজ মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী অ্যাড: বজলুর রহমান জানান, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাড: নেকবার।

ভুক্তভোগী নারী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, বিচার চাইতে গিয়ে ফরিদ চেয়ারম্যানের লালসার শিকার হন তিনি। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে চেয়ারম্যান নরহরিদ্রা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে তাকে দুইতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান এবং নেশা জাতীয় কিছু সেবন করিয়ে ফরিদ ধর্ষণ করেন।

ঝিনাইদহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন গুদামের ওষুধ যাচ্ছে অপারেশন থিয়েটারে

ঝিনাইদহে সম্প্রতি অপারেশনের পরে রোগী মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে অনেকগুলো বিষয় সামনে এসেছে।

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের ডাক্তার ও সেবিকাদের অবহেলা, অপারেশনের আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা যাচাই না করে অপারেশন করা, এ্যানেস্থেসিয়ার সঠিক প্রয়োগ না করা, সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত নয় এমন ওষুধের ব্যবহার ও অপারেশনের সময় মানহীন ওষুধ ব্যবহারের বিষয়গুলিই সামনে এসেছে।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাদের এক রকমের দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। ওষুধ প্রশাসনের সঠিক তত্ত্বাবধান ও সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় বেশি লাভের আশায় অপারেশনের টেবিলে যাচ্ছে হোল সেলারদের মানহীন ওষুধ। শুধু অপারেশনের টেবিলেই নয় হোল সেলারদের কাছ থেকে কেনা মানহীন এই ওষুধ যেকোন রোগীর জন্যই ক্ষতির কারণ হতে পারে। জেলার ফার্মেসি মালিক সমিতির সদস্যরা ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে হোল সেলারদের দৌরাত্ম্য বিষয়ে জেলার ওষুধ প্রশাসনকেই দায়ী করছেন। তবে এবছর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন দোকানের ওষুধ ব্যবহারের কার্যকারিতা বলে মনে করেন ফার্মেসি মালিকরা।

সম্প্রতি ঝিনাইদহের বেসরকারি ক্লিনিক ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতাল লিমিটেড’এ এ্যাপেন্ডি সাইডের অপারেশনের পর সুচনা জান্নাত (১৫) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সুচনার বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা রোগীর শারীরিক অবস্থাকে দায়ী বলেছেন। কিন্তু রোগীর স্বজনদের দাবি বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় এ্যানেস্থসিয়া ব্যবহারের ফলে রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খিচুনি ওঠাসহ অবস্থা খারাপ হলে ঢাকায় নেওয়া হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শুধু ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালই নয়, হাসান ক্লিনিক, শামীমা ক্লিনিক, প্রিন্স হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও রাবেয়া ক্লিনিকসহ কালীগঞ্জ উপজেলার বেশ কয়েকটি ক্লিনিকে অপারেশনের পর রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে জেলা বিএমএ শাখার নেতৃবৃন্দ হোল সেলে বিক্রি করা ওষুধকেই রোগীর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলছেন।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেট, কুমিল্লার শাসনচর, খুলনার হেরাজ মার্কেট ও চট্টগ্রামের হাজারী মার্কেটে হোলসেল ওষুধ বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে তুলনামূলক অনেক কম মূলে ব্রোকাররা ওষুধ কিনে এনে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে। এসব হোলসেল বিক্রেতারা ওষুধ সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করেন না। যেকারণে ওষুধের কার্যকারিতা হারায়। এছাড়া অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা

ওষুদের মেয়াদ টেম্পারিং করে সেই ওষুধ বিক্রি করে। জানাগেছে, দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো কয়েকটি রেটে বাজারে ওষুধ বিক্রি করে। সেগুলো হলো, ক্লিনিক্যাল রেট, ইন্সটিটিউট রেট, সরকারি রেট, ডক্টর কাম কেমিস্ট্রি রেট, বোনাস রেট, ফ্লাট রেট, হোলসেল রেট ও রিটেইলার রেট। বেশির ভাগ কোম্পানি রিটেইলার বা ফার্মেসিগুলোকে ১২-১৩% কমিশন দেয়। ওষুধের দামের সাথে কোম্পানিগুলো ১৭.৪% ভ্যাট কেটে রাখে। সেখানে ফার্মেসি মালিকরা হোল সেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নিলে কমিশন বেশি পায় এবং ১৭.৪% ভ্যাট দেওয়া লাগে না। যেকারণে তারা বেশি লাভের আশায় হোল সেলারদের কাছ থেকেই ওষুধ কিনে বিক্রি করে। ওষুধ প্রশাসনের নিয়মানুযায়ী পাকা মেমো সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, রয়েছে সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার কথা।

সূত্র বলছে জেলার বেশিরভাগ ক্লিনিকগুলোতে হোল সেলারদের কাছথেকে সার্জিক্যাল ওষুধ কিনে সেগুলো অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহার করে থাকে। যেসব রোগীর সাথে অপারেশন থিয়েটারের ওষুধের চুক্তি থাকে সেই সব অপারেশনের ক্ষেত্রে হোল সেলারদের কাছথেকে কেনা কম দামের ও মানহীন ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩০ থেকে ৩২ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ করতে হয় তবে ওষুধের প্রকারের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা তাপমাত্রায় সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হোলসেলাররা সাধারণ পরিবহনে ওষুধ পরিবহন করে সেগুলো সাধারণ গুদামে সংরক্ষণ করে বিক্রি করে। এদিকে জানাগেছে, কয়েক প্রকারের এ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ করা হয়। যেমন স্প্রে, লোকাল, স্পাইনাল কর্ড ইনজেকশন ও জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া। জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া আবার দুই প্রকার। ইনজেকশন ও মাস্ক।

ঝিনাইদহে মাস্ক এ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহারের একটি মাত্র মেশিন আছে ডাক্তার রেজা সেকেন্দারের। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন, বয়স, রোগীর শারীরিক সক্ষমতা ও রোগের ধরণের ওপর ভিত্তি করে এ্যানেস্থেসিয়ার মাত্রা নিধারণ করা হয়ে থাকে ডিভাইসের মাধ্যমে। সেখানে ভুল গণনা হলে রোগীর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রফিকুল করিম সোম বলেন, ব্রোকারদের কাছ থেকে ওষুধ নিতে আমরা সকল ফার্মেসি মালিকদের নিষেধ করি। হোলসেল মার্কেটের ওষুধের মানের কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার সঠিক মাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণও করা হয় না। কাজেই সেই ওষুধ ব্যবহার করলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে। অনেক ফার্মেসি

মালিকের দোকানে তাপমাত্রা সংরক্ষণের সক্ষমতা নেই। বিশেষ করে গ্রামের দোকানগুলোতে। তবে সার্জিক্যাল ওষুধ বিক্রির দোকানগুলোতে অবশ্যই সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। হোল সেল ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য ওষুধ বিক্রেতাদের অনেক বদনাম হচ্ছে। ওষুধ প্রশাসনের এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে মিলন সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: মিলন, ড্রিম সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: নাজমুল হাসান টিটন, মিডি রিলায়েন্স যার প্রোপাইটার মুন্তাসির রহমান পারভেজ (এই ফার্মেসীর ড্রাগ লাইসেন্স নেই), ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালের সামনে মুন্সি সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মোঃ শাহিনুর রহমান শাহিন, সরকারি কেসি কলেজ মার্কেটের দেশ ফার্মা যার প্রোপাইটার সুসান্ত কুমার কনক, শামীমা ক্লিনিক নিচে এর সুলতানা ফার্মেসি যার প্রোপাইটার শফিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু সড়কে মিতালী ফার্মেসি যার প্রোপাইটার রিয়াদ হোসেন, হামদহ মোল্লাপাড়ায় ইমরান ফার্মেসি ও ঝিনেদা মিটফোর্ড ফার্মেসির মালিক ইমরান হোসেন। এছাড়া খালেদা সার্জিক্যাল, মার্জিয়া ফার্মা, সার্জিক্যাল পয়েন্ট এন্ড মেডিসিন শপ সহ শহরের আনাচে কানাচে অনেক পাইকারি ওষুধের দোকান গড়ে উঠেছে। যাদের অনেকেরই ড্রাগ লাইসেন্স ও ওষুধ সংরক্ষণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। বৈধ উপায়ে ব্যবসা করা কয়েকজন ফার্মেসি মালিক জানান, সরকারের ভ্যাট ফাঁকি দিতে ও বেশি লাভ করতে অনেকেই হোলসেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নেয়। যার কোন পাকা মেমো নেই। কিন্তু ওষুধ প্রশাসনের কোন তদারকি নেই। তারা মাসিক ভাবে এসব ফার্মেসি মালিক ও হোল সেলারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে। অনেক ওষুধের দোকান ওষুধ প্রশাসনের নীতি না মানলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়াও লাইসেন্স প্রাপ্তী ও নবায়নের সময়ও ওষুধ তত্ত্ববধায়কের কার্যালয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়।

ঝিনাইদহ ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা বলেন, পাইকারী ওষুধ বিক্রি করে এমন দোকানের তালিকা দেন আমরা অভিযান পরিচালনা করবো। আমরা বিভিন্ন ক্লিনিকে মৃত্যুর ঘটনায় মেডিসিন পরীক্ষা করেছি। প্রায় সবগুলো কেচে এ্যানেস্থেসিয়ার সমস্যা পায়নি। অনেক সময় ডাক্তার ও নার্সদের অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ্যানেস্থেসিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা ক্লিনিকগুলোতে

অপারেশনের সময় এ্যানেস্থেসিয়া রাখার বাধ্যবাধকতার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু ক্লিনিকগুলো সেই নিয়ম মানে না। সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের চিঠি দিয়েছে। আমরা খুব দ্রুত এটি নিশ্চিৎ করতে মাঠে নামবো। এক ফার্মেসি মালিক জানিয়েছেন, ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক নিষিদ্ধ ওষুধও রোগীর ব্যবস্থা পত্রে লিখছেন ডাক্তাররা। এতে করে অনেক ফার্মেসি অননুমোদিত ওষুধও রাখছেন। তিনি বলেন, একই গ্রুপের ওষুধ এক কোম্পানি দাম ৩০ টাকা আবার আরেক কোম্পানি দাম ৩ টাকা। দুই ওষুধের মানই এক, দুই ওষুধের অনুমোদনই ওষুধ প্রশাসন দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল ওষুধ ঠেকাতে দরকার নিয়মিত জোর তদারিক।

ফার্মাসিটিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম মিলন বলেন, ঝিনাইদহে যে সমস্ত পাইকারি মেডিসিনের দোকান আছে তারা মূলত ঝিনাইদহে কর্মরত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মেডিসিন খুব একটা ক্রয় করেন না। যেগুলো মিটফোর্ডে পাওয়া যায় না সেইগুলোই আমাদের কাছ থেকে ইনভাইসের মাধ্যমে ক্রয় করে থাকেন। বেশি লাভের আশায় ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেট ও অন্যান্য বিভিন্ন নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে ঔষুধ ক্রয় করে থাকেন এই সমস্ত অসাধু বেশি মুনাফা লোভি ব্যবসায়ীরা। মূলত ভেজাল ও নকল ঔষধ লোকাল মার্কেটে ছড়িয়ে যায় এই সমস্ত পাইকারি মেডিসিন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।